(প্রথম পাতার পর)

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন

অন্যান্য কিছু আক্রমণের ক্ষেত্রে আমরা এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি উল্লেখ করেন যেখানে বিশাল সংখ্যক জনগণ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, সেখানে মানবাধিকার পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, "স্বপ্ন দেখ, স্বপ্নকে ভাবনায় রূপান্তরিত কর। এবং ভাবনাকে কার্যে পরিণত কর।" তিনি শিশুদের আহ্বান জানান উচ্চ চিন্তাভাবনা করতে এবং এমন এক দেশ গড়ে তুলতে যেখানে সকলের নিকট মানবাধিকার সমাদৃত হয় এবং যেখানে একের কষ্ট-দুঃখ অন্যের ভাবনার কারণ হয়।

এক অধিক মানবিকতাপূর্ণ সামাজিক পরিকাঠামো সৃষ্টির ডাক দিয়ে রাষ্ট্রপতি সকলকে সচেতন করেন যে ভবিষ্যতে দেশগুলির মধ্যে কদাচিত যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যা হবে তা শুধুই দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ছোট ছোট দলের মধ্যে পরমত অসহিষ্ণুতার কারণে ছদ্মযুদ্ধ। তিনি বলেন আজ এই ধরনের ছায়াযুদ্ধে মানবিকতা স্তরকে বিপন্ন করে মানবাধিকারের প্রতি আক্রমণ হানা হচ্ছে।

(তৃতীয় পাতার পর)

১০ই ডিসেম্বর ০২ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষন

সময়ে অবস্থার পুনঃ পরীক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যাতে এই সকল নির্দেশাবলীর বিস্তার সুনিশ্চিত করা যায়।

রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা তার প্রতিকারে ব্যর্থতার দিকে রাজ্য সরকার যথেষ্ট নজর দিয়েছে। ৩১শে মার্চ, ২০০৩ তে শেষ হওয়া বিগত সাত বছরের ইতিহাসে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশনের থেকে বাইশটি এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের থেকে ৩১৫টি সুপারিশ লাভ করেছে। এবং প্রায় সবকটি সুপারিশিই রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে।

এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত প্রায় ৬০০টি সূত্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছ থেকে রাজ্য সরকার পেয়েছে। এদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তদন্ত প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং প্রতিবেদনও পাঠানো হয়েছে। তদন্তে যে সকল রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনে সহায়তা এবং এই ধরনের লঙ্ঘন রোধে নিষ্ক্রিয়তা বা ব্যর্থতা প্রমানিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার যথাযথ দন্ডমূলক ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। রাজ্য সরকার এই ধরনের মামলায় সর্বদাই কঠোর থাকবে। দুই কমিশনের নিকট থেকে পাওয়া মানবাধিকার সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গঠনমূলক প্রস্তাব এবং মূল্যবান মতামত রাজ্য সরকারের দ্বারা বরাবর সমাদৃত হয়েছে। আমরা ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রস্তাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সানন্দে প্রত্যাশা করব।

গত ২৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য এবং তাদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগিয়ে তোলার জন্য সাগ্রহে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রচেষ্টা কল্যাণমূলক কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ণ যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের জনজীবনের গুণগত মানের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকারও সুনিশ্চিত হয়।

দুর্ভাগ্য এই যে অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশানাল নাছোড় বান্দাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করতে। স্মরণ করা যেতে পারে যে ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সংঘটিত অমানবিক ও পাশবিক আচরণের সময় অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশানাল চোখ বুজে ছিল এবং কোন রকম প্রতিবাদের আওয়াজ তোলেনি। এই একই আন্তর্জাতিক সংস্থা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার ইস্যুতে মিথ্যা ও কলঙ্কপূর্ণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে যেখানে সত্য হল এই রাজ্য গত ২৫ বছর ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গঠিত স্থায়িত্ব ও একতার জন্য এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় এক বিশেষ নকশালপন্থী দলের অভিযোগ যে রাজ্য সরকার কিছু সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় মানবাধিকারের আদর্শ লঙ্ঘন করেছে। যে দল আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে এইসব মিথ্যা গুজব ছড়ায় তারাই আবার সমর্থন করে নকশালদের, যারা অতীতে তাদের বহু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং অসংখ্য শিক্ষাবিদ,সামাজিক কর্মী, আমলা ও পুলিস কর্মীদের অর্থহীনভাবে অত্যাচার এবং হত্যা করেছে। এমনকি আজও নকশালদের কিছু গোষ্ঠী তাদের হিংসাত্মক তান্ডবলীলা চালিয়ে চলেছে। এই একই দল এই ধরনের বিপথগামী গোষ্ঠীদের সমর্থন জানায় এবং একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের নিন্দা করে। কোনই সন্দেহ নেই যে এই অভিযোগ আমাদের রাজ্যের দায়িত্বশীল নাগরিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কিছু মতলববাজ দলের ক্ষতিকারক অভিযানের দ্বারা তাঁরা বিভ্রান্ত হন না।

বর্তমানে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে সমগ্র বিশ্ব বিশ্রীভাবে বিভক্ত। দুর্ভাগ্য এই যে উন্নত দেশগুলির অগ্রগতি অখন্ড বিশ্ব জনসংখ্যার কল্যাণে সহায়তা করেনি। তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী অধিকাংশ লোক অন্তহীন দারিদ্র্য-সাগরে নিমজ্জিত এবং জীবনধারণের প্রাথমিক চাহি যথা খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। এমন লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের উন্নতির প্রক্রিয়া দ্রুত করার কৌশল বার করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বের বিশাল সংখ্যক মানুষের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষে এই প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন।

এই উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতিতে, বিশ্বের সর্বত্র মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহৎ আদর্শের প্রতি আমাদের যাবতীয় উৎসর্গ করার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা পুনর্নবীকরণ করতে হবে। বিশ্ব হতে অত্যাচার, গোঁড়ামি, বৈষম্য ও শোষণ দূর করতে এবং স্বাধীনতা, সমতা, শান্তি ও সুবিচারের ক্ষেত্রগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে আমাদের সমবেতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে লিখিত দরখাস্ত কমিশনে দাখিল করতে পারে।

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী দপ্তর, আধা-সরকারী দপ্তর, আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ কমিশনে গ্রহণ করা হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ দাখিল করতে ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফী বা খরচ লাগে না।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কার্য্যালয়
ভবানী ভবন (তৃতীয় তল)
৩১নং বেলভেডিয়ার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭
টেলিফোন নং ঃ ২৪৭৯-৭৭২৭,২৪৭৯-১৬২৯
ফ্যাক্স নংঃ ৯১-০৩৩-২৪৭৯-৯৬৫৩
ই-মেইল ঃ wbhrc@cal3.vsnl.net.in

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, সভাপতি, অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য, শ্রী শঙ্কর কোয়ারী, রেজিষ্টার,
পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শ্রী রূপায়ন দে, জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক ভবানী ভবন থেকে প্রকাশিত এবং সুসমো এন্টারপ্রাইজ, হাওড়া-২ দ্বারা মুদ্রিত।